R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2001

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন ঃ ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৮শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৬ই চৈত্র, বুধবার, ১৪০৮ সাল।
২০শে মার্চ, ২০০২ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ঃ ৫০ টাকা

নির্যাতিতা নারীদের মুক্তির দিশা 'চন্দ্রদ্বীপ আশ্রয়' কারো কারো ক্ষেত্রে ক্ষমতালাভের সোপান

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ ইদানিংকালে প্রশাসনিক কাজকর্ম কিছু হালকা করার প্রয়াসে সমাজের নির্যাতিতা নারীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সৎ পরামর্শ দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে প্রায় প্রত্যেকটি থানাতেই একটি করে সমাজসেবী সংস্থা গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক-কালে রঘুনাথগঞ্জ থানাতেও এই সমাজসেবী সংস্থা 'চন্দ্রদ্বীপ আশ্রয়' নাম নিয়ে তাদের কর্মপ্রচেষ্টা সফল করতে সচেষ্ট। বহু নারী বিবাহ বিচ্ছেদ, খোরপোষ প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে ঐ সংস্থার সংস্পর্শে এসে সুফল পেয়েছেন। বর্তমানে রঘুনাথগঞ্জের বালিঘাটার দ্বিতীয়বার বিবাহ সংক্রান্ত এক সমস্যা নিয়ে চন্দ্রদ্বীপ আশ্রয়ের কর্মকর্তারা কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন—একথা জানিয়েছেন ঐ সংস্থার সম্পাদক তথা সভাপতি আশিষ রায়। সম্প্রতি চন্দ্রদ্বীপ-এর গুটিকতক সদস্যার কাজকর্ম শহরের মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি এনেছে। সদস্যারা প্রকাশ্যেই চন্দ্রদ্বীপ সংস্থাকে তাদের একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যার সাথে জড়িয়ে ফেলছেন প্রশাসনিক সহায়তায়। ঘটনায় প্রকাশ সম্প্রতি মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন শ্রীকান্তবাটী পরীক্ষা কেন্দ্রে এক পরীক্ষার্থীনির ক্ষেত্রে (রঘুনাথগঞ্জ হাসপাতালের জনৈক ডাক্তারের কন্যা) পুলিশি সহায়তা, (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রাথমিক শিক্ষকেরা একযোগে ষ্টেট ব্যাঙ্ক ছাড়লেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১২ মার্চ ফরাক্কার প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকারা ষ্টেট ব্যাঙ্ক, ফরাক্কা শাখা থেকে একযোগে তাঁদের পি, টি এ্যাকাউন্ট বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন। খবরে প্রকাশ, উক্ত ষ্টেট ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন থেকে সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন না। শিক্ষকদের বেতন তোলার সময় তাঁদের নানাভাবে হেনস্থা ও অপমান করা হোত। এমনকি বেতন তোলার নির্দিষ্ট দিন কোন শিক্ষক অসুস্থতা বা অন্য কারণে ব্যাঙ্কে যেতে না পারলে পরবর্তী কোন দিনে তাঁদের বেতন দিতে অস্বীকার করতেন। কোন শিক্ষক স্কুলের পঠন-পাঠনের কাজকর্ম সেরে দুটো বাজার পনের/কুড়ি মিনিট আগে ব্যাঙ্ক পেঁছলে তাঁকেও অপমানমূলক কথাবার্তা শুনতে হোত। উল্লেখ্য, বছর খানেক আগে এক বয়স্ক শিক্ষককে কর্মীরা অপমান করলে সমস্ত শিক্ষক একযোগে ব্যাঙ্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং বেতন নিতে অস্বীকার করেন। শিক্ষকদের হাতে ব্যাঙ্কের টোকেন থাকায় পরিস্থিতি শান্ত করতে তৎকালীন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার রাস্তায় দাঁড়িয়ে করজোড়ে শিক্ষকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। ফরাক্কা ষ্টেট ব্যাঙ্কের অসহযোগিতার কথা জানিয়ে শিক্ষকরা মিলিত হয়ে জেলা প্রাথমিক কাউন্সিলে আবেদন জানালে এবং কাউন্সিলের সম্মতি পেয়ে শিক্ষকেরা (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিদ্যুৎ সাব ষ্টেশনের শিলান্যাস ও পঞ্চায়েত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৮ ফেব্রুয়ারী সুতী-২ ব্লকের অরঙ্গাবাদ এলাকার বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে বিডিও অফিসের পাশে ৩৩/১১ কেভি বিদ্যুৎ সাব ষ্টেশনের শিলান্যাস করলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সচ্চিদানন্দ কান্ডারী। ঐ দিনই সুতী-২ পঞ্চায়েত সমিতির নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন জেলা শাসক মনোজ পন্থ। দুটি অনুষ্ঠানেই এলাকার মানুষের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করার মতো ছিল। বিদ্যুৎ সাব ষ্টেশনটি (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ানে ওষুধ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ানের পাইকারী ও খুচরো ওষুধ ব্যবসায়ী রূপ মেডিকেলের মালিক অবৈধ ওষুধ বিক্রির দায়ে গ্রেপ্তার হলেন। খবরে জানা যায় সম্প্রতি তাঁর বহরমপুর গোডাউনে তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ প্রথম দফায় ১৫০টি পেটি এবং পরে নাকি আরও ৮০০ পেটি 'ফেনসিডিল' সিরাপের পেটেন্ট উদ্ধার করে। নেশা উদ্রেককারী ওষুধটি বর্তমান বাজারে বিক্রি নিষিদ্ধ আছে বলে জানা যায়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সিরাপ বাংলাদেশে অবাধে চালান যেত। সরকার দ্বারা ব্যান্ড করা ওষুধ মজুত ও বিক্রির দায়ে পুলিশ রূপ মেডিকেলের মালিক বিমল জৈনকে গ্রেপ্তার করে বলে জানা যায়।

বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী
মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন
(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রাঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া
সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাজালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই চৈত্র বুধবার, ১৪০৮ সাল।

॥ বাবলু ব্রহ্ম প্রয়াত ॥

জঙ্গিপুর মহকুমা শুধু নয়, মুর্শিদাবাদ জেলার এক বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ পার্থসারথি ব্রহ্ম ওরফে বাবলু ব্রহ্ম গত ১২ই মার্চ রাত্রিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৫০ বৎসর। ক্রীড়া জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন তিনি। মৃত্যুর পূর্বে বাবলু ব্রহ্ম ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টের জুনিয়ার এঞ্জিনীয়ার হিসাবে কাজ করতেন।

১২ই মার্চ রাত্রিবেলায় বাবলু হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁহাকে দ্রুত জঙ্গিপুর হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার জীবনাবসান হয়। তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। রাজনৈতিক হউক, সামাজিক হউক, কোন ক্ষেত্রেই তাঁহার সঙ্গে কাহারও শত্রুতাসাধন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। তিনি এক সময় বাটা স্পোর্টস-এর কর্মী এবং নিয়মিত ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন।

জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতি সিপিএম নেতা শ্রীমৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য প্রয়াত বাবলু ব্রহ্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ১৯৬৫ হইতে ১৯৭৫ সাল—এই এক দশক সিপিএম দলের সদস্য ছিলেন এবং পার্টির দুঃসময়ে সক্রিয় কর্মী হইয়া দলের জন্য অনেক কাজ করেন। প্রয়াত পার্থবাবু পার্টির ছাত্র আন্দোলনকালে এখানকার পার্থসারথি নাথ, বালক মুখার্জী, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির সহিত একযোগে দলের পক্ষ হইতে আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পার্থবাবুর মরদেহ সেবাশিবির ও অগ্নিফৌজ ক্লাব, যতীনদাস পাঠাগার, জঙ্গিপুর পুরসভা, রঘুনাথগঞ্জ জিমনাসিয়াম, যুবক সংঘ, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয় হইয়া এখানকার মহাশ্মশানে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

পার্থবাবু আমাদের জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে দীর্ঘদিন হইতে জড়িত ছিলেন। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় মাঝে মাঝে তিনি মিস্ মার্গারেট হেন্স ছদ্মনামে লিখিতেন। তাঁহার এই নামে কিছু লেখা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার মার্জিত রুচি ও মধুর আলাপী মনোভাব দ্বারা তিনি সকলের প্রীতি অর্জন করেন।

পৃথিবীতে আসিলে বিদায় লইতেই হইবে। প্রয়াত পার্থবাবু তাহার ব্যতিক্রম নহেন। কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা-সম্মান পাইয়াছেন, ইহা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। পার্থবাবুর মৃত্যু আমাদের পত্রিকাগোষ্ঠীকে শোক-বিহ্বল করিয়াছে। এই পত্রিকার পক্ষ হইতে আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁহার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি এবং তাঁহার শোকার্ত পরিবারবর্গকে গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

পার্থসারথি ব্রহ্মর (বাবলু) দৌড় অসময়ে থেমে গেল

পার্থসারথি নাথ

সেসময় আমাদের জেলায় বাবলুর মতো রানার খুব কম ছিল বা ছিলনা বললেই চলে। ১০০-২০০-৪০০-৮০০ মির সবকটি বিভাগেই সে অনায়াসে বারবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। সম্ভবতঃ ১৯৬৮ সালে বাবলু জেলায় ইন্ডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। এ্যাথলেট হিসাবেই সে বাটায় চাকরি পেয়েছিল। জুনিয়ার ইন্ডিয়া মিট-এ বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

এখানে একটা ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করছি। বাবলু দৌড়তে ভালবাসত। মনের আনন্দেই প্র্যাকটিস করত। এক সময় আমরা একসঙ্গে প্র্যাকটিস করতাম। সম্ভবতঃ ১৯৬৭-৬৮ সাল। তখন আমি ১০০ এবং ২০০-তে জেলা 'মিট'-এ নাম দিয়েছিলাম, আর বাবলু দিয়েছিল ৪০০ এবং ৮০০-তে। প্র্যাকটিস করতে করতেই দেখলাম বাবলু আমাকে ১০০ এবং ২০০-তে কভার করে বেড়িয়ে যাচ্ছে। আমি ওকে তখন বললাম, চারটে বিভাগেই তোর নাম থাক। প্রথমে ও কিছুতেই রাজি হচ্ছেনা। ও চারটে বিষয়ে নাম দিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়ান হবে ও ক্লাবের নাম বাড়বে বলাতে বাবলু শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিল। এবং বাবলুই ইন্ডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ও মোট পাঁচটি পদক পেয়েছিল। সম্ভবত সে বছরই আমি খেলাধুলার জগৎ থেকে সরে আসি।

অগ্নিফৌজ এ, সির তখন স্বর্ণযুগ চলছে। ফুটবলে জেলা জুড়ে নামডাক। আমরা এখান থেকে বহরমপুর গিয়ে এ ডিভিশন লীগে খেলতাম। বাবলু খুব উঁচু মানের স্ট্রাইকার ছিল। ঐ মাপের স্ট্রাইকার আমি এ তল্লাটে আর দেখিনি। জীবনে বহু খেলায় অসংখ্য প্রাইজ পেয়েছে সে। প্রকৃত স্পোর্টসম্যান বলতে যা বোঝায় বাবলু তাই ছিল। সমাজে বহু জায়গায় বাবলুর যাতায়াত ছিল। সকলেই বাবলুকে ভালবাসত। বাবলুও সকলকে ভালবাসত। রাজনীতিতে বাবলু বরাবরই বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ছিল। বাবলু যে সময় রাজনীতি করত সে সময় কমিউনিষ্টদের লোকে আঙুল দিয়ে দেখাত, তাঁদের সততা এবং ত্যাগের প্রতীক মনে করত। জেলায় তখন সতুদা, মধুদা, হরনাথ এখানে অরুণদা (শুকুল), মৃগাঙ্ক, বালক, তাপসদের সঙ্গে বাবলুও ছিল। এছাড়া আরও অনেকেই ছিল যাদের নাম আর এখানে উল্লেখ করা মনে করলাম না।

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে চেষ্টা এবং ভাগ্য দুটোরই দরকার হয়। বাবলু চেষ্টার দিকে ৫০-এ ৫০ পেলেও ভাগ্য তাকে সেভাবে সাহায্য করেনি। এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করছি, বাবলুর অসম্ভব মনের জোর ছিল। আমার কাছে হঠাৎ এসে একদিন বলল—আমার ক্যানসার হয়েছে। কলকাতা থেকে এসেছি টাকা নিতে চিকিৎসার জন্য। শুনে অবাক হয়ে গেলাম। সে টাকা নিতে (৩য় পৃষ্ঠায়)

চির নিদ্রায়

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

রাতের নাড়িতে কেমন যেন
স্তিমিত স্পন্দন ;
নিশুত নিশীথ,
বাতাসটা ভারী।
দূরের আকাশে
তারকার মিটি মিটি চোখে
করুণ চাহনি।
এমনই সময়
ঢুল নেমে আসে
চোখের পাতায়।
বাবলু তখন
ঘুমিয়ে পড়ে গভীর নিদ্রায়।

রাত ভোর হবে।
অদূরে সবুজ দ্বীপে
জাগবে পাখিরা।
কণ্ঠে তাদের
উঠবে ভেসে প্রভাত সঙ্গীত।

এই ভোরে আর
ভাঙবে না ঘুম তার
যেমন ভেঙেছে প্রতিদিন।
সীমা যেথা অসীমের সাথে
কোলাকুলি করে,
সেখানে গেল সে চলে
রাতের আঁধারে
চির নিদ্রায়।

জঙ্গীপুর পৌরসভা কার্য্যালয়

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

দূর আলাপনী রঘুনাথগঞ্জ

(০৩৪৮৩) ৬৬০৭৪, ৬৬০১৭

2 EM sl

২০০২-২০০৩ সালের জন্য পৌরসভার ফেরিঘাটের ইজারার নোটীশ ও নিয়মাবলী

2 EM

এতদ্বারা নিলাম ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, জঙ্গিপুর পৌরসভার রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরিঘাট এবং এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ীঘাট দুইটি একত্রে আগামী ২০০২-২০০৩ সালের জন্য (২০০২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০০৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য) আগামী ২৩শে মার্চ (শনিবার) বেলা দুই ঘটিকায় পৌরসভার অফিসে প্রকাশ্য নিলামে পৌরসভার কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

১) নিলামের দফাওয়ারী বিশদ শর্তাবলী নিলাম ইস্তাহারে এবং পৌর অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

২) তথাপি সংক্ষেপে জানানো যায় যে ব্যক্তি পূর্ব ইজারার টাকা পরিশোধ করেন নাই, ডাক কর্তৃপক্ষগণ তাহাকে ডাক করিবার অনুমতি না দিতে বা ডাক করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৩) আর্থিক স্বচ্ছলতার নিদর্শন ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দলিলাদির কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে। নচেৎ ডাকে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৪) উপরোক্ত দুইটি ফেরীঘাট একত্রে ডাক করা ও বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ডাকে যোগ দিতে যোগ্য ব্যক্তিকে উক্ত ফেরিঘাটদ্বয় ইজারার জন্য একত্রে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা আমানত জমা দিতে হইবে। (আরনেষ্ট বা টেবিল মানি) ডাক চূড়ান্ত হওয়ার পর যথা নিয়মে ফেরৎ দেওয়া হইবে।

৫) যাহার ডাক মঞ্জুর হইবে তাহাকে ডাক মঞ্জুরীর ১/৪ ভাগ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হইবে। এ টাকা সিকিউরিটি হিসেবে জমা থাকিবে। ডাকের পুরো মাসিক সমান কিস্তিতে এ্যাডজাস্ট (মিনাহ) করিতে পারিবেন।

৬) দফাওয়ারী শর্তাবলী ও নিয়মাবলী নিলাম ইস্তাহারে ও পারানীর মাশুলের তালিকা পৌরসভা অফিসে দেখিয়া লইয়া এবং সেমতভাবে রাজী হইলে তবে ডাকে অংশগ্রহণ করিবেন।

ডাকের স্থান ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার সদর শহরে অবস্থিত জঙ্গীপুর পৌরভবন।

ডাকের তারিখ ও সময় ঃ ২৩/৩/২০০২ (শনিবার), বেলা ২ ঘটিকায়।

তারিখ ৪/৩/২০০২

2 EM

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
পৌরপতি
জঙ্গীপুর পৌরসভা

Memo No. 382/112/02/J. M. Date 14/3/2002

মোটর সাইকেল ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১২ মার্চ রাত ন'টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার উমরপুর থেকে জরুর যাবার রাস্তায় আলি আকবর নামে জনৈক ডাক্তারের মোটর সাইকেল ছিনতাই হয়। খবরে প্রকাশ, প্রত্যেক দিনের মতো ঐ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার উমরপুরের চেম্বার বন্ধ করে রাতে তাঁর জরুর বাড়ীতে যাচ্ছিলেন। উমরপুরের অদূরে চার দুষ্কৃতি আকবরকে পাশে ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে হাত, পা, মুখ বেঁধে মোটর সাইকেল-সহ সঙ্গের সব জিনিষ নিয়ে পালায়। পথচারীরা আকবরকে উদ্ধার করে রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানালেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। অন্যদিকে গত ৮ মার্চ সন্ধ্যায় সাগরদীঘি থানার মনিগ্রাম রাস্তার হরিরামপুরের কাছে কয়েকজন দুষ্কৃতি নাইলনের দড়ি ফেলে পথ আটকে রঘুনাথগঞ্জের জনৈক টেলিফোন বুথ মালিকের কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করে নেয়। খবরে প্রকাশ দুষ্কৃতিরা মোটর সাইকেলের দুই আরোহীকে বেঁধে পাশে জমির ধারে নয়ানজলির উপর ফেলে দেয়। বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রেকারের যাত্রীরা চিৎকার শুনে গাড়ী থামিয়ে দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। এব্যাপারেও কোন গ্রেপ্তারের খবর নাই।

থেমে গেল (২য় পৃষ্ঠার পর)

একাই এসেছিল। ক্যানসারের ট্রিটমেন্ট হল এবং সে ভালও হল। কিন্তু এরপর বাবলুকে খেলাধুলোর জগৎ থেকে একরকম সরে যেতে হল। আজ যে লেখা আমাকে লিখতে হচ্ছে বাবলুকে স্মরণ করে সেটা খুব দুর্ভাগ্যের এবং বাবলুর মতো ছেলের আমাদের সমাজে চিরকাল দরকার ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

ক্ষমতালাভের সোপান (১ম পৃষ্ঠার পর)

স্থানীয় গোডাউন কলোনীর (রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের জনৈক শিক্ষকের স্ত্রী) এক বাগানে সামান্য গাছকাটা নিয়ে বিবাদে থানার সর্বময়কর্তার সহায়তায় নিরপরাধ কিছু যুবকের উপর অবিচার 'চন্দ্রদ্বীপ আশ্রয়' এর উদ্দেশ্যকে বিপথগামী করে তুলেছে। যে দুটি ঘটনার দৃষ্টান্ত চোখের সামনে উপস্থিত, তারজন্য সত্যিই কি এতটা পুলিশি সহায়তার প্রয়োজন ছিল? দোষীর শাস্তি হোক প্রত্যেকটি মানুষই চাইবে। কিন্তু তা তদন্তের অপেক্ষা রাখে। বিচারাধীন সমস্যায় দোষীর আইন মোতাবেক শাস্তি হওয়া উচিত। জানা যায়, 'চন্দ্রদ্বীপ আশ্রয়' মহিলাদের সমস্যা সমাধানে দোষীদের অর্থ জরিমানারও আদেশ দিচ্ছে। যেটা স্থানীয় আইনজীবীদের মতে সম্পূর্ণ অবৈধ। এ নিয়ে সম্প্রতি জঙ্গিপুর আদালতে স্থানীয় চন্দ্রদ্বীপ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে দুটি মামলাও দায়ের হয়েছে বলে খবর। চন্দ্রদ্বীপ এর সাহায্য প্রত্যেকটি নির্যাতিতা নারীর কাম্য। তবে পুলিশি সহায়তা নিয়ে ঐ সংস্থার সদস্যারা যেভাবে পদে পদে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করছেন সেটা কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্না নারীর কাম্য হতে পারে না। চন্দ্রদ্বীপ সংস্থার একাধারে সম্পাদক ও সভাপতি আশীষ রায় অবশ্য সদস্যাদের এসব সমস্যা চন্দ্রদ্বীপ-এর কর্মসূচীর মধ্যে পড়ে না বলে পরিষ্কার জানান এবং তিনি এ ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত করবেন বলে আমাদের প্রতিনিধিকে আশ্বাস দেন।

ষ্টেশনের শিলান্যাস (১ম পৃষ্ঠার পর)

চালু হলে অরঙ্গাবাদ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার দীর্ঘদিনের বিদ্যুৎ সমস্যার সুরাহা হবে বলে উপস্থিত সকলেই বক্তব্য রাখেন। দুটি অনুষ্ঠানেই জেলা শাসক, সভাধিপতি, সাংসদ, মহকুমা শাসক, বিধায়ক, জঙ্গিপুরের পুরপতি, পর্ষদের ডিভিশনাল ইঞ্জিনীয়ার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। জানা যায় জেলাতে এরূপ চারটি বিদ্যুৎ সাবষ্টেশন তৈরীতে ও বিভিন্ন কাজে প্রায় ৫০ কোটি টাকা খরচ হবে। সভায় সভাধিপতি শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, হাসপাতাল কর্মী ও ডাক্তারদের কড়া সমালোচনা করেন। পঞ্চায়েতের নতুন প্রশাসনিক ভবনেরও সকলে ভূয়সী প্রশংসা করেন। ব্লকের বিডিও বিদ্যুৎ সাধু অনুষ্ঠানের অতিথিদের ও সমাগত মানুষদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক ছাড়লেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে তাঁদের পি, টি এ্যাকাউন্ট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অন্যদিকে স্থানীয় ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে তাঁদের পি, টি এ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আবেদন করলেন। আগামী এপ্রিল মাস থেকেই তাঁরা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক থেকে বেতন পাবেন বলে জানা গেছে।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ

সামসেরগঞ্জ, রতনপুর (মুর্শিদাবাদ)

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ৪, ৫ (১ থেকে ৪নং পর্যন্ত)

নিম্নলিখিত কাজের জন্য স্বীকৃত ঠিকাদারগণের নিকট হইতে দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ২২/৩/২০০২ (এন, আই, টি নং ৪ এর জন্য)। ২৬/৩/২০০২ (এন, আই, টি নং ৫ এর জন্য) বিশদ বিবরণের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং (N.I.T)	মোট কাজের মূল্য
১	সেখপাড়া গ্রামের রাস্তা উন্নতি করণ।	৪	৯৬,০৪২ টাঃ
২	ধুলিয়ান পৌরসভার ওয়ার্ড নং ৬ এর কমিউনিটি হল বর্ধিত করণ।	৫ এর ক্রমিক নং ১	২০,০০০ টাঃ
৩	বিডিও অফিস মূল রাস্তা উন্নতিকরণ।	৫ এর ক্রমিক নং ২	৭৫,০০০ টাঃ
৪	সিতারামপুর গ্রাম হইতে ন'পাড়া ঘাট অবধি রাস্তা উন্নতিকরণ।	৫ এর ক্রমিক নং ৩	২,৮৬,১৭৮ টাঃ
৫	ন'পাড়া প্রাঃ স্কুল হইতে বাংলা বর্ডার এর রাস্তা উন্নতিকরণ।	৫ এর ক্রমিক নং ৪	২,২০,৭৩৫ টাঃ

স্বাঃ বি, কে, সাধু W. B. C. S.
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
সামসেরগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—

মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী, গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী, তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০

প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া

নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করানোর উদ্দেশ্যে "Science Group" পড়াচ্ছি।

সুদীপ্ত কর্মকার

B. Sc. (Phys. Hons.), B. Ed. (1st class)

দরবেশপাড়া (পূজা লজের সামনে) * ফোন ঃ ৬৬৩৩৬

আগামী ২৩ মার্চ শনিবার পার্থসারথি (বাবলু) ব্রহ্মের পারলৌকিক ক্রিয়া প্রথানুযায়ী হচ্ছে না। তাঁর আত্মার শান্তি কামনার উদ্দেশ্যে যাঁরা শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চান তাদেরকে ঐ দিন তাঁর রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসীতলা বাসভবনে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানাই।

— শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।